সংবাদ

তারিখ ... 09 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম...৩...

ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিবন্ধনে বিলম্ব আমলা ও কর্তৃপক্ষের কারসাজিতে

উচ্চ আদালতের নির্দেশের ৩ বছর চলে গেলেও ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল পরিচালনায় নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারেনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

সংবাদ গত বৃহস্পতিবার এ খবরটি দিয়ে জানিয়েছে বিএনপি-জামায়াতপন্থি আমলাদের উদ্দেশ্যমূলক গাফিলতি এবং ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলের কর্তাব্যক্তিদের তদবিরের চাপেই এ কার্যক্রম ঝুলে রয়েছে। এ নীতিমালা প্রণয়নের নামে সভা, কর্মশালার মতো কাজে নিয়মিত মোটা অংকের অর্থ ব্যয় হচ্ছে। কিন্তু ৩ বছরেও নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়নি। ইচ্ছেমতো টিউশন ফি আদায়, অনুমোদনহীন পাঠ্যসূচি পাঠদান, জাতীয় দিবস পালন না করা ও জাতীয় সংগীতের প্রতি অবজ্ঞা করাসহ নানা ধরনের বিশৃঙ্খল অবস্থায় পরিচালিত হচ্ছে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলো। শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাও মনে করছেন, এ ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপর কার্যত সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। অথচ শিক্ষানীতির অন্যতম একটি লক্ষ্য হলো কিন্ডারগার্টেন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সব ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধিত হতে হবে। কিন্তু সেখানে ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো এখনও নিবন্ধিত হয়নি নীতিমালার অভাবে। শুধু তাই নয়, এদের তালিকা এবং এ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্তও শিক্ষা বোর্ডের কাছে নেই। খোদ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাউশি কর্তৃপক্ষও এ সম্পর্কে তেমন কিছু জানে না।

বিষয়টি নতুন নয়, দীর্ঘদিন থেকেই ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো দেশজ ভাবনা, চেতনা বা সংস্কৃতিবহির্ভূত এক ধরনের উৎকট অতি আধুনিক শিক্ষার অনুশীলন করে আসছে। উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, জামায়াতের একটি বিরাট বিনিয়োগ রয়েছে ইংরেজি মাধ্যম স্কুল স্থাপনের ক্ষেত্রে। অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই শিক্ষার শক্ত ভিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে গড়ে তুলতে পারেনি। সাম্প্রতিক জঙ্গি উত্থানে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোন কোনটির ছাত্রদের সংশ্লিষ্টতারও প্রমাণ পাওয়া গেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং তার অধীনস্থ শিক্ষা বোর্ড ও মাউশির কাছে ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলগুলোর ঠিকুজি কুষ্টি থাকা অত্যন্ত জরুরি।

কিন্তু বাস্তব হলো, শিক্ষামন্ত্রী কয়েক দফা তাগাদা দিলেও নীতিমালা চূড়ান্ত করার কাজ এগোয়নি। মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক শাখার দু'জন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলের মালিকদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে এ সংক্রান্ত নীতিমালার খসড়া ফাইলবন্দী করে রেখেছেন এমন অভিযোগ রয়েছে বলে খবরে বলা হয়েছে। পরিষ্কার বোঝাই যায়, খোদ মন্ত্রণালয়ের আমলা এবং ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলগুলোর মালিকদের সঙ্গে একটি অনৈতিক বা অশুভ সংযোগ গড়ে উঠেছে। যার কারণে মন্ত্রীর বারবার তাগাদা এবং আদালতের নির্দেশের পরেও নীতিমালা চূড়ান্ত হয়নি। এবং স্কুলগুলো ফ্রি স্টাইলে চলছে। কেন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে কমিটির কাজ এগোয়নি, কারা কাদের স্বার্থ রক্ষা করে চলছে এবং জামায়াত সংশ্লিষ্টতার গভীরতাও কতখানি বিস্তৃত তার তদন্ত করতে হবে। কারণ ইংরেজি স্কুলের একটি বড় অংশই জামায়াতের দখলে। এভাবে ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধনহীন ফেলে রাখা যাবে না।

আমাদের প্রস্তাব, যতদিন এ কাজ সমাপন না হবে, ততদিনে এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে কঠোর নজরদারিতে নিয়ে আসতে হবে।